দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

SEP 21 2002

সরকারী কর্মচারীদের ২শ' কোটি টাকার কল্যাণ ও বীমা তহবিল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ দেশের ১৫ লাখ সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাঁদার অর্থে সংগৃহীত ২শ' কোটি টাকার তহবিল ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। সরকারী বিভিন্ন অফিস-আদালত ও ১৯টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা মাসে সর্বোচ্চ ৪৫ টাকা কল্যাণ তহবিলে এবং সর্বোচ্চ ৩০ টাকা যৌথ তহবিলে চাঁদা দিচ্ছেন। বর্তমানে এ কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা তহবিলের ২শ' কোটি টাকা স্থায়ী আমানত হিসেবে জমা আছে। ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা তহবিলটি পরিচালনা করে আসছে একটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ। বোর্ডে ৭৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী আছেন। কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা তহবিলের স্থায়ী আমানতের আয় থেকে তাদের বেতন-ভাতা দেয়া হয়। কিন্তু অতি সম্প্রতি সরকারী কর্মচারীদের উপর একটি প্রতিষ্ঠান সরকারী কর্মচারী কল্যাণ অধিদপ্তরকে (২য় পৃষ্ঠার ৪-এর কঃ দ্রঃ)

সরকারী কর্মচারীদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা তহবিল পরিচালনাকারী বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সঙ্গে একীভূত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সরকারী কর্মচারী কল্যাণ অধিদপ্তর হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা শুধু রাজধানী ঢাকার ৩ হাজার ১শ' জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অফিসে আনা-নেয়ার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থাপনা করে আসছে। এ অধিদপ্তরের রয়েছে প্রায় আড়াইশ' কর্মকর্তা ও কর্মচারী। সরকারী রাজস্ব থেকে এ আড়াইশ কর্মকর্তাকে বেতন-ভাতা দেয়া হয়ে থাকে। সর্বশেষ সরকারী সিদ্ধান্ত হতে কল্যাণ অধিদপ্তরকে যদি সরকারী কর্মচারী কল্যাণ তহবিল যৌথ বীমা পরিচালনাকারী বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সঙ্গে একীভূত করা হয় তাহলে ট্রাস্টিকে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দিতে হবে। ট্রাস্টি তাদের স্থায়ী আমানতের আয় থেকে সংগঠনটি পরিচালনা করে থাকে। কল্যাণ অধিদপ্তরের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের সমন্বয় করা হলে এটি আর সম্ভব হবে না। তখন ২শ' কোটি টাকার আমানত ভাংগিয়ে বেতন-ভাতা দিতে হবে। আর এ কারণেই সাধারণের সরকারী কর্মচারী-কর্মকর্তা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। তাদের প্রশ্ন, যে তহবিল তাদের নিজস্ব অর্থে গঠিত এবং পরিচালিত, সে তহবিলে কেন সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাপিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের জন্য কেন কল্যাণ তহবিলকে টাকা দিতে হবে। মাত্র ৩ হাজার ১শ' কর্মচারীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট একটি বিলাস অলাভজনক প্রতিষ্ঠানকে কেন ১৫ লাখ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজেদের চাঁদার অর্থ দিয়ে সহায়তা করবে এ প্রশ্ন উঠেছে।

সরকারী কর্মচারী কল্যাণ তহবিল থেকে কর্মচারীদের মৃত্যুর পর মাসিক ভাতা, চিকিৎসা সাহায্য, সন্তানদের শিক্ষা বৃত্তি, কন্যার বিবাহে সাহায্য, দাফন-কাফনে তাৎক্ষণিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করা হয়ে থাকে। আর যৌথ বীমা তহবিল থেকে মৃত কর্মচারীর পরিবারকে একালীন ২৪ মাসের সমপরিমাণ অনূর্ধ্ব ১ লাখ টাকা প্রদান করা হয়ে থাকে। কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা তহবিল থেকে তাৎক্ষণিক এ অর্থ পাওয়া যায়। যা যে কোন বিপদে-আপদে কল্যাণ তহবিল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ভরসা ছিল। তাই তারা এ তহবিলকে লালন করে থাকে। কিন্তু এখন একটি অধিদপ্তরকে এর উপর চাপিয়ে দেয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।